সংবাদ

তারিখ 26 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সড়ক চলাচলে নিয়মকানুন শিখল ১০ হাজার শিক্ষার্থী

রুহুল আমীন, শ্রীপুর (গাজীপুর)

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ১০ হাজার শিশু শিক্ষার্থী সড়ক চলাচলের স্বাভাবিক নিয়ম কানুন জানে। এ শিশুদের সকলেই সড়ক চলাচলের ওপর প্রশিক্ষিত। শিক্ষার্থীদের শেখানো নিয়ম কানুন তাদের অভিভাবকেরাও আয়ত্বে নিয়ে এসেছেন। বাদ নেই এলাকার সাধারণ মানুষও। সড়কের কোন পাশ দিয়ে যেতে হবে, কোন অংশ দিয়ে এবং কখন কিভাবে সড়ক অতিক্রম করতে হবে তাও তারা জানে। সোমবার সড়ক চলাচলের ওপর এসব নিয়ম কানুনের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে চার'শ শিক্ষার্থী। তারা সকলেই শ্রীপুর উপজেলার মোহাম্মদ আলী একাডেমীর বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণকারী সকলেই সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্বাবধানে ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ব্র্যাক পরীক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন করেন। সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় প্রোগ্রামটি পরিচালিত হয়। মোহাম্মদ আলী একোডেমীর চতুর্থ শ্রেণীর

শ্রীপুর (গাজীপুর) : রাস্তা চলাচলে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত শিশু -সংবাদ

শিক্ষার্থী সিনথিয়া জানায়, সব সময় রাস্তার ডান পাশ দিয়ে হাঁটতে হবে। রিক্সায় বসার সময় শক্ত করে ধরে বসতে হবে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কম থাকে। একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী ওয়ালিদ জানায়, কখনও লাল বাতির সিগনাল অতিক্রম করা যাবে না। গাড়ী চালানোর সময় চালকের সাথে কথা বলা যাবে না। হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল চালানো যাবে না। মোটর সাইকেলের সকল আরোহীকে হেলমটে পরতে হবে। সারাজীবন সড়ক চলাচলে অন্যান্য নিয়মের পাশাপাশি এ নিয়মটি আমি মেনে চলব। চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী তামিম জানায়, রাতে সড়ক চলাচলের জন্য সড়কে টর্চ লাইটের আলো ফেলে চলতে হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী জাহিদুল হাসান জানায়, ফুটপাতবিহীন সড়ক চলাচলের সময় ছোটদের হাত ধরে হাঁটতে হবে, ছুটে গিয়ে যেন কোনো দুর্ঘটনার শিকার না হয়। একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী মাহিম জানায়, দাঁড়িয়ে থাকা কোনো গাড়ীর সামনে অথবা পেছন দিয়ে হঠাৎ দৌড়ে সড়ক পার হওয়া যাবে না। সড়কের ডানে বামে দেখে সতর্কতার সাথে সড়ক পার হতে হবে। শ্রীপুরের মোহাম্মদ আলী একাডেমীর পরিচালক রেজানুর রহমান জানান, সড়ক নিরাপত্তার ব্যাপারে তার বিদ্যালয়ের ৩৯৩ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। প্রতি শ্রেণীতে প্রতি বৃহস্পতিবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে গত এক বছর যাবত তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ক্লাশে ফ্লিপ চার্ট স্থাপনের পাশাপাশি নিয়মিত ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। সোমবার একাডেমীর সকল শিক্ষার্থী সড়ক নিরাপত্তা কর্মসুচীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সকলেই পূর্ণ নাম্বার পেয়েছে। ফলে লটারীর মাধ্যমে ৯ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এসময় শ্রীপুর রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক আকন্দ সোহেল, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহজাহান মোড়ল, শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন। ব্র্যাক এর সড়ক নিরাপত্তা কর্মসুচীর কর্মসুচী ব্যবস্থাপক এ কে এম খায়েরুজ্জামান জানান, সারাদেশে চারটি উপজেলা এ কর্মসুচীর আওতায় নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে গাজীপুরের শ্রীপুর ও কাপাসিয়া এবং কক্সবাজার উপজেলার উখিয়া ও টেকনাফ। তৃণমূলে কমিউনিটি রোড সেফটি গ্রুপ (সি আর এস জি) গঠন করা হয়েছে। শ্রীপুর উপজেলা চারটি গ্রুপে মোট ৪৮ জন সদস্য রয়েছেন। প্রতি গ্রুপে ১২ জন সদস্য। এলাকার অরাজনৈতিক এবং বিভিন্ন কমিউনিটির লোকদেরকে সদস্য করা হয়েছে। এ গ্রুপগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য তৃণমূল থেকে আবার দু'জন।